আংটি

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

১৯৭১ সালের মার্চের শেষ ভাগ। ঢাকায় সান্ধ্য আইন জারী হয়েছে। চট্টগ্রাম পোর্টে গোলমাল হয়েছে। ভীত সন্ত্রস্ত চট্টলা। এক অজানা যন্ত্রণার চাপে ভয়ে মানুষ, গাড়ী রিক্সা সব দ্রুতগতিতে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে অনেক অতি প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র সংগ্রহে ব্যস্ত। কথা বলার ফুসরতও নেই যেন। এর মধ্যে একদল সহজ স্বাভাবিক নির্বিকার মানুষ হেসে চলছে। এদের সংখ্যা সীমিত। আর একদল নেহাৎ কৌতুহলী মন নিয়ে পথে নেমেছে। শহরের অবস্থা আঁচ করতে, গাল-গল্পের খোরাক সংগ্রহ করতে।

যুক্ত পাকিস্তানের পূর্ব প্রদেশ ব্যাপী চলছে অসহযোগ। অফিস আদালত স্কুল-কলেজ বন্ধ। একটা কর্মহীন অলস বিকাল শাকিলের বুকের উপর চেপে বসেছে যেন। সেই বুকভার ভার অস্বস্তি কাটাতে শাকিল পথে পা বাড়িয়েছে। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে বিপণী-বিতানে এসে হাজির হল। উদ্দেশ্যহীন চক্কর দিতে গিয়ে পেল বন্ধু জাকির ও মাসুদকে। একই কলেজের অধ্যাপক ওরা। একতালে হাঁটতে গিয়ে তিন বন্ধু হঠাৎ থেকে গেল। বিপরীত দিক থেকে আসা মেয়ে অপূর্ব সুন্দরী। নিখুঁত যাকে বলে ঠিক তাই। তিন বন্দুতে একবার দৃষ্টি বিনিময় হল। নিরব সিদ্ধান্ত হল অনুসরণ করার। মেয়েটা তার অদ্ভুদ সুন্দর রূপচুম্বকে আকর্ষণ করলো অবিবাহিত শাকিলকে মুগ্ধ করলো জাকির ও মাসুদকে। সামনের ঐ চলন্ত রূপ সাগরের অথৈ তলে হারালো শাকিলের শান্ত মার্জিত মন-প্রাণ ও সকল গর্ব। পাশাপাশি জিনিসপত্র যাচাই বছাইর অজুহাতে জানা গেল মেয়েটার নাম "সাবিনা"। বড় ভাইয়ের বিয়ের বাজার করতে করতে গহনার দোকানে অজান্তে দিয়ে গেল ঠিকানা। জাকির ঠাট্টা করে বললো, "এবার ভায়া লেজ কাটার আয়োজন কর।" মাসুদও সেই রসিকতায় যোগ দিল, মিছামিছি আমাদের বৌগুলি মেয়ে খুঁজে হয়রান হল। যা' ও রত্ন পাওয়া গেল কিন্তু ভীষণদুর্দিনে।

"আহ! মাসুদ।" চাপা তর্জন করলো শাকিল।

তিন বন্ধু লক্ষ্য করলো একটা আংটি মেয়েটার কুমারীমন আকর্ষণ করেছে। আংটিটা পদ্মকলি অনামিকায় পরলো। উৎফুল হল। হাত উল্টে পাল্টে দেখলো। দাম শুনে চমকালো। যাওয়ার মুহুর্তে বিষন্ন মনে ফেরত দিল।

ওরা বেরিয়ে যেতেই শাকিল আংটিটা দেখতে চাইলো। হাতে নিলো। দাম শুনলো এবং একটু যেন ভাবনায় মগ্ন হল। এসব লক্ষ্য করে মাসুদ বললো, "যে মেয়েকেই বিয়ে কর মুখ দেখে আংটি একটা দিতেই হবে। পকেট পারমিশন দিলে নিয়ে নে। আর এনার ভাগ্যে শিকে ছিড়লেতো কথাই নেই।"

"কিন্তু এখনও"

শাকিলের কথা কেড়ে নিলো মাসুদ– "এখনও কি? সবেতো পাত্রীর সন্ধান পেলাম। ওটা পছন্দ হলে নিয়ে নে। আগামীকাল একেবারে পাত্রীর বাপের দোড়গোড়ায় গিয়ে হাজির হব।"

দুই বন্ধুর রসিকতামাখা উৎসাহে শাকিল সত্যিই কিনে ফেললো আংটিটা। আংটিটা পকেটে রাখতে গিয়ে শাকিল অনুভব করলো এক অচেনা অনুভূতি যা একেবারে নতুন। মেসে ফিরে বন্ধুদের সোচ্ছার আড্ডায় যোগ দিতে পারছে না। বার বার মন ছুটে চলেছে সাবিনা নামের সেই অপরিচিতার দিকে। আর সত্য অনুভবকরা অনুভূতিটা ছড়িয়ে যাচ্ছে মনের সীমা ছাড়িয়ে, দেহে মনে প্রশ্ন জাগছে– এর নাম কি ভাল লাগা? একেই কি বলে ভালবাসা? দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভুত-ভবিষ্যৎ কিছুই ভাল লাগছে না। আকাশবানীর দেবদুলালের সংবাদ পরিক্রমাতেও মন বসছে না। শুধু ভাবতে ভাল রাগছে তার কথা। একরাশ মিষ্টি ভাবার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্চে শাকিলের সদ্য রং ধরা মনটা।

সেই সুন্দর স্বপ্নীল নিশ্চুপ রাতের পাক হানাদার পশুরা হিংস্র হয়ে পুড়িয়ে গুড়িয়ে ছারখার করে চললো প্রদেশময়। অধ্যাপক শাকিলের কাব্য হাতে উঠলো শত্রু হননের কঠিন হাতিয়ার। জন্ম হল একনির্ভিক সৈনিকের। আর সেই সৈনিকের মন জুড়ে থাকলো এক অদম্য বাসনা- বাংলার মুক্ত পরিবেশে নহবৎ বসবে)ভীরু কাঁপা হাতে মানসীর নিটোল অনামিকায় আংটিটা পরিয়ে পব্রিত মন্ত্রডোরে বাঁধবে চিরঅটুট বন্ধনে। স্বপ্নে পদ্মকলি আঙ্গুল বন্দীহবে বলিষ্ঠ পুরুষের হাতের মুঠোয়- রণক্লান্ত সৈনিকের সকল ক্লান্তি দূর হবে সেই চম্পাকলির আবেগ মধুর পরশে।

কুয়াশা ঘেরা একাত্তরের ডিসেম্বর। জয়মাল্য নিয়ে শীতের কুয়াশা কেটে কেটে ছুটে গেল শাকিল সেই প্রিয় ঠিকানার স্বপ্ন ঘেরা বাড়ীটায়। কিন্তু বাড়ীটার নিঃশব্দ নিশ্চুপতায় শঙ্কিত শাকিল ঘুর্ণিবেগে ঘরে ঢুকে থমকে গেল সেই প্রিয় মুখটিকে পান্ডুর বেদনায় নীল দেখে। বনে জংগলে পথে প্রান্তরে যে দুটি মায়াবী হাত ছিল প্রেরনার উৎস, কল্পনায় যে হাতের ছোঁয়ায় সকল কান্তি মুছে যেতো, সেহাত দুটি হায়েনাদের আঘাতে আংগুলীনদুটি কাঠি মাত্র। সুন্দর স্বপ্নগুলো এলোমেলো হয়ে পড়লো। বিশ্রী যন্ত্রণায় বুকটা ছেয়ে গেল। পাষাণ ছিড়ে পানি বেরুলো। সেই দুরন্ত দূরন্ত ঢেউয়ে ভেসে উঠলো কতগুলো সুন্দর কল্পনা চিত্র। সেই সুন্দর স্বপ্নগুলো আজ শুধু বেদনায় নীল নয় অসহ্যও।

সিগারেটের জন্যে পকেটে হাত দিয়ে শাকিল চমকে উঠলো। পকেট থেকেসেই আংটিটা বের হয়ে এলো। দেখলো। কঠিন মুঠিতে চেপে ধরলো। আংটির সুন্দর পাথরগুলো অসংখ্য এসপি-ন্টার হয়ে ঝাঁঝড়া করছে শাকিলের প্রেম মুগ্ধ মনকে। সকল কামনা বাসনাকে ঝেড়ে একসময় শাকিল বড় বড় নিঃশ্বাস নিল। বার বার ঢোক গিললো। অনেক শান্ত হল। ধীরে ধীরে সাবিনার খাটের পাশে বসলো। আংটি এগিয়ে ধররো। সাবিনা ভাবীর দিকে তাকালো। অস্ফুটে উচ্চারণ করলো, "আমার পছন্দের সেই আংটিটা ভাবী।" বিছানারপাশে দাঁড়ানো প্রত্যেকের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরুল। সাবিনার দুই চোকের কোল বেয়ে নেমে এলো বেদনার ধারা। সেই ধারায়

ভাসছে একটি ছবি। বাঙ্গালী বিয়ের একটি সনাতন ছবি। নবোঢ়ার হাতে আংটি পরানোর ছবিটি। একঘর মানুষকে হতবাক করে শাকিল সাবিনার অশ্রুধারা মুছিয়ে চির বন্ধনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় তুলে নিলো পদ্মকলিনীর কাটি দুটি আপনার হাতের মুঠোয়।
ওদের দুজনার কাছে সুন্দর স্বপ্নের বন্দন হয়ে রইলো সেই সুন্দর আংটিটা।
"উপহার" গল্পের ভাব অবলম্বনে।

শামসুন্নাহার পরান, চেয়ারম্যান, ঘাসফুল (এন.জি.ও), পশ্চিম মাদারবাড়ী, চাটগাঁ

লেখিকা পরিচিতিঃ

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ আধুনিক বাংলাদেশের নারীসমাজে একজন বেগম রোকেয়া। তার জন্ম রংপুরের পায়রাবন্দে নয়, তিনি কুমিলাতে জন্মগ্রহণ করলেও জীবনের প্রায় সর্বাংশ অতিবাহিত করেছেন চট্টগ্রামের খেটে খাওয়া জনতার সংস্পর্শে। সমাজে উপেক্ষিত ও নিগ্রীহিত জনতার পাশে দাঁড়াতে তিনি 'ঘাসফুল' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'পরান-আপা' নামে তাঁকে চট্টগ্রামের সুশীল সমাজের সকলেই চেনেন। তিনি আমাদের কর্ণফুলী'র একজন নিয়মিত পাঠক এবং শুভাকাঙ্খী। তিনি কর্ণফুলী'র জন্যে নিয়মিত লিখবেন, সে প্রতিশ্রুতিতে তাবৎ বিশ্বে আমাদের পাঠকদের জন্যে চট্ জলদি পাঠিয়ে দিলেন জীবনভিত্তিক এক গুচ্ছ ছোট গল্প। আমরা এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে তাঁর অপ্রকাশিত এ গল্পগুলো ছাপবো। পড়ে সুধী পাঠকদের কেমন লাগলো জানালে আমাদের ভালো লাগবে।